মুখবন্ধ

অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং বাণিজ্য সহযোগী দেশসমূহে পুনরুদ্ধারের গতি মন্থর থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ সন্তোষজনক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়েছে। গত ২০১২-১৩ অর্থবছরে ৬.০ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনের পিছনে ছিল শিল্পখাতের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা। অন্যদিকে, কৃষি ও সেবা খাতে প্রবৃদ্ধি ছিল স্বাভাবিকের তুলনায় কম। হরতাল ও অবরোধের কারণে সেবা খাতেও আশানুরূপ অগ্রগতি হয়নি। এসময়ে সরকারি বিনিয়োগ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়লেও ব্যক্তিখাতে বিনিয়োগ আশানুরূপ বাড়েনি। বহিঃখাতে নেতিবাচক আমদানির বিপরীতে রপ্তানি ও প্রবাসআয় বৃদ্ধি পায় পর্যাপ্ত পরিমাণে।

চলতি ২০১৩-১৪ অর্থবছরের প্রথম ভাগে রাজনৈতিক সহিংসতা অব্যাহত থাকায় অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যার ফলে আমদানি, রাজস্ব আদায় ও অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবাহ হ্রাস পায় যদিও এই সময়ে পণ্য রপ্তানি বাধাগ্রস্ত হয়নি। তবে, জাতীয় নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক সুস্থিতি ফিরে আসায় অর্থনৈতিক সূচকে ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে।আশা করছি, বৈশ্বিক চাহিদাএবং দেশীয় অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের ক্রমোন্নতির ফলে চলতি অর্থবছরেও সন্তোষজনক প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হবে।

উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে আমরা মধ্যমেয়াদে বিভিন্ন নীতি-কৌশলকে প্রাধান্য দিচ্ছি। আমাদের দ্বিতীয়বারের মতো ক্ষমতায় আসা পূর্বের পরীক্ষিত নীতি-কৌশলের পাশাপাশি নতুন ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণের সুযোগ করে দিয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ খাতে সরবরাহ সীমাবদ্ধতা দূরীকরণে সরকারি প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা হবে। জনমিতিক লভ্যাংশের সুবিধা গ্রহণের লক্ষ্যে মানব সম্পদ উন্নয়নে আরো বেশি বিনিয়োগ করা হবে। অর্থনীতির সর্বক্ষেত্রে প্রযুক্তির প্রসার করা হবে। রাজস্বখাতে প্রশাসনিক আধুনিকায়ন, করের আওতা ও ভিত্তি প্রসার, আদায় কার্যক্রম জোরদার ও নতুন কর আইন বাস্তবায়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। আর্থিক খাতে সুশাসন ও তদারকি জোরদার করার পাশাপাশি পুঁজিবাজারে সংস্কার কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

'মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি বিবৃতি' এসব পরিকল্পনা ও কৌশল বাস্তবায়নের একটি দলিল। সরকারি অর্থ ও বাজেট বাস্তবায়ন আইন ২০০৯ এর সাথে সঙ্গতি রেখে এ নীতি বিবৃতিটি মহান জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করা হল। এ প্রতিবেদনে প্রথম অধ্যায়ে বিশ্ব অর্থনীতিসহ বাংলাদেশের সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং মধ্যমেয়াদি লক্ষ্য ও নীতি-কৌশলসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে মধ্যমেয়াদে অর্থনীতির দৃশ্যপট কী হতে পারে সে সম্পর্কে একটি ধারণা দেয়া হয়েছে। তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে রাজস্ব আয়, ব্যয়, ঘাটতি অর্থায়ন, ঋণ ও অগ্রাধিকার খাতের ব্যয় পরিস্থিতি ও প্রক্ষেপণ অন্তর্ভূক্ত আছে। সবশেষে,বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা ও তা থেকে উত্তরণের উপায় সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

আমি আশা করি, জাতীয় সংসদের সম্মানিত সদস্য, নীতিপ্রণেতা, গবেষক, ছাত্র-শিক্ষকসহ সবাইএ প্রতিবেদন পাঠে উপকৃত হবেন। সামষ্টিক অর্থনীতি অনুবিভাগের যে সব কর্মকর্তা এ প্রতিবেদন প্রণয়নে মূল্যবান অবদান রেখেছেন তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

(আবুল মাল আবদুল মুহিত)
মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়